REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১২ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 26th May 1920. | ২য় সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ২০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

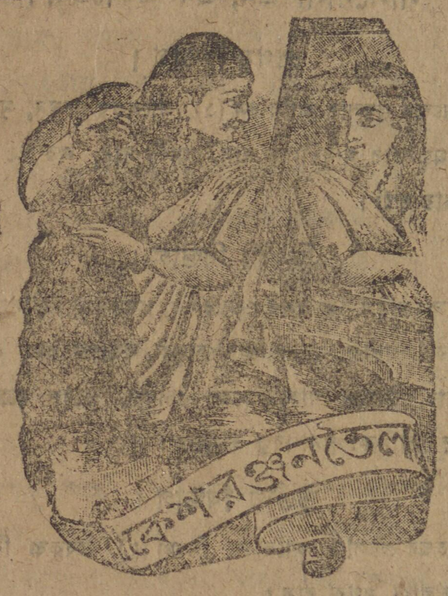

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বস্ত্র-খণ্ডে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শুক্ল মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৸০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী-কল্যাণকর মহাঔষধ। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক দুষ্টক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তিসুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষ হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিগ্রহ-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সন্ত্রান্ত কুল-মহিলাকে ক্রন্দ্যসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় গৃহসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি — ... ১।০ দেড় টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগীদের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মোদক ও শোধিত ধাতুভস্মাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাকে ঔষধ সেবন করিতা শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল-জাল ঔষধের 'জাল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইরূপ—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হওয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, পাঁচি জন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি স্বপ্নাবস্থায় বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা শুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস, । এম, এ, এম, ডি—এফ, আর, সি, এস) —পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, পি,বং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, সারমা, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ বি, সি, দেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, বি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২।০; ছোট শিশি ১৷৵০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি।

৫০৲ ও ৪০৲ টাকা (ম্যাট্রিক।)

৩০৲ ও ২৫৲ টাকা (নন-ম্যাট্রিক।)

দি ন্যাসানেল মেডিকেল কলেজ,

৩০১।৩ অপার সারকিউলার রোড

নিয়মাদির জন্য আবেদন করুন।

এই কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ও সার্জ্জারী আধুনিক প্রথায় শিক্ষা হয়। বেতন ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলেজ কাউন্সিল— মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজার, মাননীয় বিচারক ৺, চৌধুরী ও রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১২ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩২৭ সাল।

অনাবৃষ্টি।

—০—

এবার বৃষ্টি অভাবে সৃষ্টি লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কালবৈশাখী হইয়া অন্যান্য বৎসর বারিপাত হইয়া থাকে। এবারে একেবারে বরুণ-দেবের অনুগ্রহে পৃথিবী বঞ্চিত যদিও মেঘ উঠিতেছে, পবন দেবের আবির্ভাবে তাহাও তিরোহিত হইতেছে। মধ্যে ধুলি ভিজা মত জল হওয়ায় বাগরীর কৃষককুল আশার কুহকে ঘরের ধান মাঠে ফেলিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধান্য আদৌ অঙ্কুরিত হয় নাই। আর যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহাও প্রখর রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া গেল। হৈমন্তিক ধান্যের বীজ বপনের সময় যায় যায় হইয়াছে। শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী। দেশে হাহাকার উঠিবে।

—০—

গৃহদাহ।

—০—

এই যে সেদিন বৈকালে খুব ঝড় হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রবল ঝটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ থানার অনতিদূরবর্ত্তী দফরপুর গ্রামে রাধাবল্লভ দাস বৈষ্ণবের বাটীতে আগুন লাগিয়া নিকটস্থ ৯।১০টী গৃহস্থের সর্ব্বস্ব পুড়িয়া গিয়াছে একে প্রবল ঝড়, কেহ ঘরের বাহির হইতে পারিতেছেনা তাহার উপর এই অগ্নিকাণ্ড! কোন লোক আগুন নিবাইবার জন্য কোন রূপ চেষ্টা করিতে পারে নাই। অগ্নিদেব ইচ্ছামত দাহন কার্য্য সমাধা করিয়া স্বেচ্ছায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিলেন। এই দুর্দ্দিনে পল্লীবাসী গরীব গৃহস্থগণের গ্রাসাচ্ছাদনের যাবতীয় দ্রব্যসহ গৃহহীন হওয়ায় তাহাদের কষ্টের অবধি নাই। এই সকল বিপন্ন কৃষকগণ অনেকেই বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবেনা।

—০—

বসন্ত রোগের প্রকোপ।

—০—

এই মহকুমার স্থানে স্থানে এই সাংঘাতিক রোগ স্বীয় প্রকোপ বিস্তার করিয়াছে। জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর ভিতর ও মফঃস্বলের অনেক স্থানে এই রোগে প্রাণীক্ষয় হইতেছে। সম্প্রতি ছোট কালিয়াই গ্রামে এই রোগ খুব সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল।

—০—

বসন্ত রোগের ঔষধ।

—:০:—

১। কুম্ভীরের অস্থি এক টুকরা বা হরিতকী বীজ কোমরে অথবা হস্তে বাঁধিয়া রাখিলে বসন্তের বিশেষ প্রতিষেধক হয়, ইহা বহু পরিক্ষীত। ২। হোমিওপ্যাথিক মতে পাল্‌সেটীলা ৩× শক্তি প্রত্যহ এক মাত্রা সেবনে বসন্তের বিশেষ প্রতিষেধক। ৩। কণ্টকারীর সরল মূল হস্তে বাঁধিয়া রাখিলে বসন্তের প্রতিষেধক হয়, এবং বসন্ত হইয়া গলাব্যাথা ও বার বার কাশীর উদ্বেগ হইলে কণ্টকারীর ক্বাথ (কণ্টকারী ২তোলা জল /।০ এক পোয়া পাকশেষ /০ এক ছটাক) অল্প মধুযোগে প্রত্যহ ৩।৪ বার সেবনে ক্রমে উপসম বোধ হইলে প্রত্যহ ২।৩ বার খাইবেন। ৪। সিমল তুলার বিচির মধ্যে যে শাঁস থাকে ঐ শাঁস ৪ চারিটি, কিছু গুড় (ইক্ষু) বা চিনির সহিত প্রাতেঃ ক্রমে সাত দিবস সেবন করিতে হয়। পরীক্ষাতে জানা গিয়াছে ইহা সুস্থ শরীরে সেবন করিতে পারিলে রোগাক্রমণ করে না। এবং রোগ হওয়ার পর সেবন করিলে এই ভীষণ রোগের উগ্রতা নষ্ট হইয়া থাকে।

—০—

বাড়ালা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়।

—০—

বাড়ালা জঙ্গিপুরের নিকটবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। উক্ত গ্রাম ও নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামবাসী ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে উক্ত গ্রামে একটী হাইস্কুল সংস্থাপনের চেষ্টা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যে দুইজন গ্রাজুয়েট শিক্ষকও নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ জন্য স্থানীয় সঙ্গতিপন্ন অনেকেই বেশ মোটা চাঁদা দিতে স্বীকার করেন, কিন্তু উপুরহস্ত করিয়াছেন খুব কম লোকেই। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে চাঁচলের রাজকুমার শ্রীমান্ শিবাপদ রায় চৌধুরী বাড়ালার স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ জন্য ২০০০৲ দুই হাজার টাকা ও বাড়ালা গ্রামের জমিদার বহরমপুরের সেন বাবুরা ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল দেহাতী মহোদয়গণ ইতিপূর্ব্বে চাঁদার খাতায় দস্তখত করিয়াছেন তাঁহারা [illegible] প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলে এই স্কুল স্থাপনের জন্য বোধ হয় অর্থের অনাটন হইবে না

জঙ্গিপুর মহকুমার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সমূহের মাতৃকুলেশন পরীক্ষার ফল।

নিমতিতা জি, ডি, ইনিষ্টিচিউসন।

প্রথম বিভাগ।

মহম্মদ ইমাজুদ্দিন, মহম্মদ ফহিমুদ্দিন মিঞা, মহম্মদ হাজরাত আলি, মহম্মদ ওয়াজেদ আলি, রক্ষাপদ রায়, গৌরগোবিন্দ আগরওয়ালা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

মহম্মদ হেরাস্নুদ্দিন, জোহাক আমেদ, মহম্মদ আলা বক্সী, মহম্মদ ইয়াসিন, মহম্মদ মজঃফর হোসেন মিঞা, সেখ মোবারক আলি, মহম্মদ কোরাজি উদ্দিন, প্রভাস কুমার, হরেন্দ্র মৈত্র, মহম্মদ জয়নুল আবেদিন, কুশধ্বজ সরকার, ননি সরকার, অশ্বিনী দাস, রামেশ্বর বসাক, খগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ।

তৃতীয় বিভাগ।

নুরউদ্দিন আহমদ, নুরউল হক মিঞা, নরেশচন্দ্র দাস, মৃগাঙ্ক রায়।

লালগোলা এম, এন একাডেমী।

প্রথম বিভাগ।

মহম্মদ জয়লাল আবেদিন (১), আলেস্থর রহমন, মৃগাঙ্কভূষণ মজুমদার, মাধুরীলাল দাস, গোপী দাস, জয়পতি দত্ত, বেণীরায় শর্ম্মা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

সেখ রহিম বক্স, সেখ বেসারত হোসেন (১), লালমোহন সরকার, জগদীন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, সত্যপদ রায়, প্রভাকর রায়, উপেন্দ্র পাল, সুরেশ চৌধুরী, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, গিরীন্দ্র ভৌমিক, অনাথবন্ধু হালদার।

তৃতীয় বিভাগ।

মহম্মদ জয়লাল আবেদিন মিঞা (২), নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র লালা, মথুরা দাস।

কাঞ্চনতলা জে, ডি, কে ইনিষ্টিচিটিউসন।

প্রথম বিভাগ।

অশ্বিনী দাস, শৈলেন্দ্র ঘোষ, জুম্মফানি বিশ্বাস।

দ্বিতীয় বিভাগ।

তারাপদ মজুমদার, রাধাবল্লভ মণ্ডল, করিম বক্স বিশ্বাস, সৈয়দ আবদুল হামিদ, সেকেন্দার বিশ্বাস, ওয়াহেদ বক্স সেখ মমতাজ বিশ্বাস।

তৃতীয় বিভাগ।

জগন্নাথ বিশ্বাস, নগেন্দ্র পাণ্ডে, যোগেন্দ্র পাল, মহিউদ্দিন মণ্ডল।

জঙ্গিপুর হাই স্কুল।

প্রথম বিভাগ।

যোগেন্দ্র আচ্য, শ্যামাপদ হালার, ষষ্ঠীরাম মণ্ডল, রমণী সাহা, ভুজঙ্গ সিংহ, শুধাংশু কেশ, শিতাংশু সান্যাল, সাদেকাল মোল্লা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

নির্ম্মল বসু, পঞ্চানন চৌধুরী, হেমন্ত ঘোষ, কালীকিঙ্কর গুপ্ত, দয়াময় সরকার, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, কাশীনাথ সরকার, রমানাথ সিংহ, মোসলেম বিশ্বাস, এবরাহিম মিঞা।

(উদ্ধৃত।)

মরণের লক্ষণ।

—:০:—

বাঙ্গালাদেশে অর্থাভাবে এখন হাহাকার উঠিয়াছে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে দারিদ্র্যের জ্বলন্ত চিত্র, অন্ন-বস্ত্রের শোচনীয় অনটন; প্রাচীন ধনী-পরিবারগুলিও ক্রমেই নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে এবং তাহাদের ভদ্রাসন বিদেশী ব্যবসায়ীরা আসিয়া টাকা বাজাইয়া কিনিয়া লইতেছে।

এই সর্ব্বত্র পরিস্ফুট দারিদ্র্যকে অন্ধ হইলেও আমরা আর অস্বীকার করিতে পারিব না,—এ দারিদ্র্য যে আমাদের বুকের মাঝখানে ভারী জাঁতার মত চাপিয়া বসিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাহির হইতে চাহিয়া দেখিলে বাঙ্গালার ঐ দারিদ্র্য চক্ষুকে আহত করে না। বাঙ্গালী ত বেশ হাসিমুখে জীবনকে দস্তরমত উপভোগ করিয়া লইতেছে।

পনের কুড়ি টাকা মাহিনার কেরাণী সারাদিন কলম ঠেলিয়া সাহেবের বকুনি সহিয়া শুষ্কমুখে বাড়ীতে আসিয়া ঢোকে বটে, কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে যখন সে ক্ষণিক বিশ্রামের পর বাড়ী ছাড়িয়া আবার পথে বাহির হয়, তখন দেখি, সে দিনের বেলার সমস্ত অপমান ও দুঃখ দিন-শেষের সঙ্গে সঙ্গেই হজম করিয়া ফেলিয়াছে। তখন দেখি, তার মাথায় চকচকে চুলে লম্বা টেড়ি, গোঁফের ডগা উঁচু দিকে পাকানো (যে গোঁফ সাহেবের ধমকে দিনের বেলায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল), ওষ্ঠাধর পানের রঙ্গে রাঙা টুকটুকে, সোনার বোতামওয়ালা গিলা করা পাঞ্জাবি, বাঁ-হাতে "রিষ্ট ওয়াচ" ও ডান হাতে বাঁধান ছড়ি, পরনে দেশী ফুরফুরে মিহি কাপড় এবং শ্রীচরণে ঝকঝকে লপেট।

দরিদ্র বাঙ্গালার অন্যান্য দিকে চাহিয়া দেখি, ফুটবলের মাঠের গ্যালারিতে, থিয়েটার বায়স্কোপে সারকাসে, রাত্রিকালের ভাড়া করা মোটর গাড়ীতে, বিলাতি খানার হোটেলে, দ্বাদশ-গোপালে গঙ্গাবক্ষে, সর্ব্বত্রই শুধু হাসিখুসি, দর্পিত দৃষ্টি, আমোদ প্রমোদের চূড়ান্ত টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ। কাহারও সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে, এ দৃশ্যের পিছনে অশ্রুজল লুকান আছে, চেরাগের নিচেই অন্ধকারের ছায়া আছে। পারস্যের দিল দরিয়া কবি ওমর খৈয়াম আজ বাঁচিয়া থাকিলে বলিতেন, পৃথিবীতে তাঁহার মতানুবর্ত্তী শিষ্য হইবার উপযুক্ত একটি মাত্র জাতি আছে—এবং সে হচ্ছে বাঙ্গালী জাতি। কারণ তাঁহারই মতন বাঙ্গালি "অদ্য" লইয়াই তুষ্ট আছে, "কল্যকে" সে একেবারেই আমল দেয় না, বর্ত্তমানে সে ভবিষ্যতের চিন্তা মোটেই করে না, যতদিন চলে আনন্দে রহ ইহাই হইল তাহার মূলমন্ত্র। তাই আমেরিকা রুশিয়া প্রভৃতি স্বাধীন ধনী এবং মদ্যপ্রিয় জাতি যখন মদ্য স্পর্শ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, যখন মদের মূল্য তিনগুণ চড়িয়া গিয়াছে, তখনও দেখিতেছি, গরিব বাঙ্গালার পথে পথে মাতাল, প্রাসাদ হইতে কুটীর পর্য্যন্ত সুরার অবিরাম ধারা।

এই সব দৃশ্য দেখিয়া মাঝে মাঝে মনে ভ্রম হয়—সত্যই কি বাঙ্গালী গরীব হইয়া পড়িয়াছে? সত্যই কি এখানে এমন অসংখ্য পরিবার আছে, বস্ত্রাভাবে যাহারা পথে বাহির হইতে পারিতেছে না, অন্নাভাবে যাহাদের দেহ ইহলোকে টিকিতে চাহিতেছে না? কলিকাতার পথে ভিখারির দল বাড়িয়াছে, কিন্তু বাবুর দল ত কমে নাই,—উৎসবের বাঁশী থামে নাই।

কিন্তু তার পরেই বুঝিতে দেরী হয় না যে, বাঙ্গালীরা আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াছে, দারিদ্র্যকে তাহার জমকাল ছদ্মবেশে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, ভবিষ্যতের ভাবনায় হতাশ হইয়া তাহারা বানের টানে গা ভাসাইয়া দিয়াছে; মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন তীরের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া আর লাভ কি—ইহাই হইল তাহাদের মনের উদ্দেশ্য।

সত্য এসব অন্তিম কালের লক্ষণ। সেকালে বিলাতে অনেক ধনী মৃত্যু কালে মুর্গীর লড়াই দেখিতে দেখিতে বা স্ফূর্ত্তি করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। আমরাও বোধ হয় মরণকালে সেই ধরণের একটা কিছু করিবার চেষ্টায় আছি। কিন্তু সত্যই কি আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত? আমাদের তা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না

হিন্দুস্থান।

—০—

সেটেলমেণ্ট।

—•—

জমিদার ও প্রজার সুবিধার জন্য বিশেষ প্রজার দিকেই যাহাতে অধিকতর সুবিধা হয় তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে জমিদারেরই বিশেষ লাভ ও প্রজার অনিষ্ট। ১৮৮৫ সালের ৮ আইন মতে খাজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে। খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধিই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু সাধারণতঃ কদাচিৎ জমিদারগণ সমস্ত প্রজার উপর খাজনা বৃদ্ধির জন্য দেওয়ানি আদালতে নালিশ করিয়া থকেন কারণ অত্যধিক খরচ ও বহু সময় সাপেক্ষ। সেটলমেণ্টে কিন্তু তাহার কিছুই লাগেনা, অতি অল্প খরচে ও অল্প সময়ে কার্য্যোদ্ধার হয় তাই ১০৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় প্রজার উপর খাজনা বৃদ্ধির জন্য নালিশ করিয়া টাকা প্রতি /০ হইতে ।০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ডিক্রী করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সেটেলমেণ্টে প্রজারই অনিষ্ট হইতেছে। অতি অল্পসংখ্যক প্রজার জমি মোকরারি সাব্যস্ত হইতেছে তাহাতে প্রজা সাধারণের উপকার বলা যায় না। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য কিন্তু সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনের অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য খাদ্য শস্যের অনুপাতে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, তবেই দেখা যাইতেছে প্রজা সাধারণের দুই দিকেই মুস্কিল। এই মুস্কিল আসন কিসে যে হইবে তাহা দেশের মনিসী ব্যক্তিদিগের ও মহামান্য গবর্ণমেণ্টের ভাবিয়া দেখা উচিত। পারমেনেণ্ট সেটেলমেণ্ট দরুণ জমিদারদিগের সদর খাজনা বৃদ্ধি হয় না কিন্তু প্রজার দিকে সেই নিষেধ নাই, ইহা বড়ই অসামঞ্জস্য বলিয়া মনে হয়। যদি প্রজা খাজনা বৃদ্ধি দেয় এবং জমিদারকে বৃদ্ধির দরুণ গভর্ণমেণ্টকে কিছু না দিতে হয় তবে উক্ত বৃদ্ধির অর্দ্ধেক টাকা প্রজা সাধারণের জন্য ব্যয় করিতে হইবে এমন আইন দেশে হওয়া উচিত। প্রত্যেক দুই বর্গ মাইলের মধ্যে প্রকাণ্ড গো চরাট মাঠ প্রাথমিক বিনা বেতনে একটী পাঠশালা ও একটী ভাল পুকুর কিম্বা ইন্দারা করার জন্য জমিদারদিগকে আইন দ্বারা বাধ্য করা উচিত। প্রজার রক্তশোষন করিয়া জমিদারগণ বিলাসিতা করিবেন ইহা সহ্য হয় না। আশা করি কোন সভ্য এসম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষরূপ আন্দোলন করিবেন।

শ্রীরাধিকারমণ ঘোষ
ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)।

—•—

শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক।

——•——

মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ প্রাথমিক গ্রাণ্ট ইন্ এড্ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য এক জন পাশ করা হেড-মিষ্ট্রেস্ (প্রধান শিক্ষয়িত্রী) আবশ্যক। মাসিক বেতন ২০৲ টাকা ও থাকিবার ঘর পাইবেক। শিক্ষয়িত্রী হিন্দু বিধবা হইলে ভাল হয়। নিকট আবেদন করিতে হইবেক। ৩০শে জুন দরখাস্ত করিবার শেষ দিন। ই, আই, রেলওয়ে কাটোয়া লাইনের জঙ্গিপুর রোড ষ্টেসন হইতে আড়াই মাইল দূর।

সেক্রেটারী
রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়।

—•—

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবা রজন দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক।

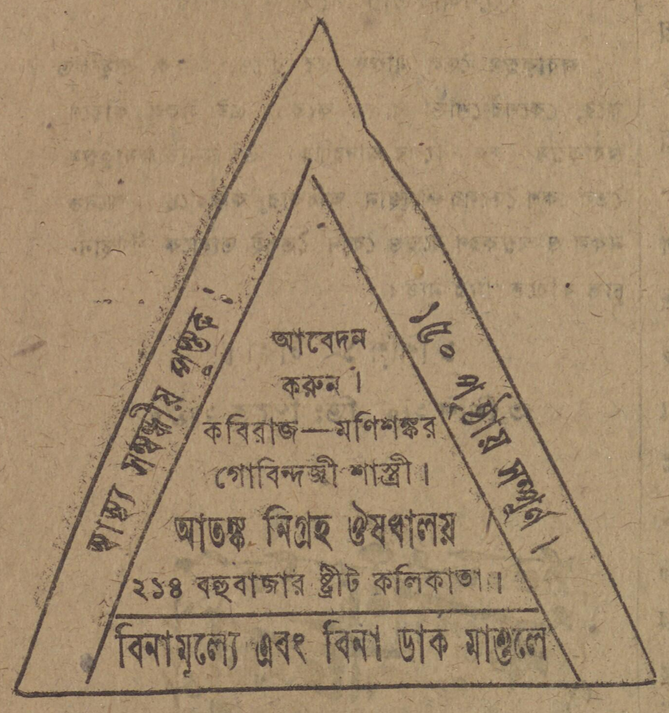

১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের পুঁয়ড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহার্য্য এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১।৶০ আনা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের উৎসবে, বর-কন্যার ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিস্ফোটক ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় থাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন্, এল্, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ